সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

هيئة تعليم القرآن ببنغلاديش

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড

BANGLADESH QURAN EDUCATION BOARD

বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি কর্তৃক পরিচালিত

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড গঠনের ইতিবৃত্ত

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

পবিত্র কুরআনের বাণী-

اِقْرَاْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

অর্থ: পড়, তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ (স.) কে নবুয়তের প্রাক্কালে প্রথম ও প্রধানতম বাণী হিসেবে এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন। মানবজাতিকে পড়তে হবে দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। আল্লাহর মনোনীত ধারায় মানবজাতিকে দাওয়াতের পাশাপাশি দরস্-তাদরীস ও তরবিয়ত প্রদান করা নবী-রাসূল (স.) এর ওয়ারিশ আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সর্বপ্রথম অবতীর্ণ اِقْرَاْ শব্দের মধ্যে পবিত্র কুরআন শেখা, অনুধাবন ও বাস্তবায়নের সংজ্ঞা অন্তর্নিহিত।

কয়েকশত বছর আগ থেকে এতদঞ্চলের মুসলিম পরিবারগুলোতে নিরবচ্ছিন্নভাবে পবিত্র কুরআন শেখা ও শেখানোর রেওয়াজ ছিল। গত শতাব্দী থেকে এ দেশে মানুষের সামাজিক জীবনে পবিত্র কুরআনের প্রভাব ক্রমশঃ কমে আসছে। এর নানা কারণের মধ্যে অন্যতম- সরকারের উদাসীনতা; কোন সরকারই পবিত্র কুরআন-হাদিসভিত্তিক শিক্ষা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেনি। এ ছাড়া মুসলমানদের সন্তানরাও ধর্মহীন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠছে। এর ফলে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃতি লাভ করেনি।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় জাগতিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত একটি প্রজন্ম তৈরি হলেও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আল্লাহভীরু প্রজন্ম তৈরি হয়নি। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গত শতাব্দীর শেষভাগে এনজিও'র কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভিনদেশী পরিকল্পনার আলোকে এনজিওগুলো হাজার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে প্রাত্যহিক শিক্ষাকার্যক্রম চালু করে। এ সকল এনজিওগুলো দেশের গণমানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের বিদেশি প্রভুদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামী শিক্ষাকে পাশ কাটিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক জাগতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচলন করে। তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে একেবারেই উপেক্ষা করা হয়েছে। এ দেশে মুসলমানদের ঈমান ও আকীদাবিরোধী অপসংস্কৃতি তাদের হাত ধরেই বিস্তার লাভ করেছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো- এ দেশ থেকে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতি চিরতরে মুছে ফেলা।

শতাব্দী থেকে শতাব্দী পর্যন্ত এ দেশের মাসজিদ, মকতব, কাচারিঘর বা বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রত্যুষে পবিত্র কুরআন ও দ্বীন শেখার রেওয়াজ ছিলো। সরকারের অনাগ্রহ এবং এনজিওদের অপতৎপরতায় সে ঐতিহ্য এখন বিলুপ্তির পথে। কুরআনী শিক্ষা নেই, ভাটা পড়েছে সাধারণ

মানুষের ইবাদাতেও। এ দেশের মুসলমানরা এখন একটি সংখ্যা মাত্র। দেশী ও বিদেশী অপশক্তির প্রভাবে ইসলামবিদ্বেষী অপতৎপরতা, আর্থিক সংকটসহ নানা প্রতিকূলতার কারণে এ দেশে এখনো ইসলামী আদর্শের শিক্ষাব্যবস্থা আশানুরূপ গড়ে ওঠেনি।

আলহামদুলিল্লাহ! বাংলাদেশে দ্বীনি শিক্ষার প্রসার এবং কুরআনী তালীমকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮৯ ঈসায়ী সনে মুজাদ্দিদে যামান হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ফজলুল করীম (রহ.) **বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড** প্রতিষ্ঠা করেন। একাধারে তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সাধক, খানকাহ'র পীর এবং ময়দানে তিনি ছিলেন বাতিলের অন্তরে ভয় সঞ্চার করা সাহসী বীর। তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ে এ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, গবেষক ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব; যিনি 'পীর সাহেব চরমোনাই' অভিধায় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

তিনি যখন অনুধাবন করলেন- দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের সহযোগিতায় এনজিও'রা এ দেশে ফজরের পরে মর্নিং স্কুল চালু করে যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী কুরআন শিক্ষার ছবাহী মক্তবগুলোকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে, ঠিক তখনই তাদের মোকাবেলায় তিনি ঘোষণা করলেন- "৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার কুরআনী মাদরাসা চাই।"

উদ্দেশ্য

দুনিয়াবি স্বার্থসিদ্ধির উর্ধ্বে ওঠে কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

লক্ষ্য

আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে রাসূল (স.) এর আদর্শে, খোলাফায়ে রাশেদার নমুনায় সর্বক্ষেত্রে কুরআনভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে মানবজীবনের সর্বস্তরে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং এনজিওগুলো যেন এ দেশের সমাজ থেকে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা দুর্বল বা মুছে ফেলতে না পারে সে লক্ষ্যে কাজ করা।

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাসমূহ

সৈয়দ মুহাম্মাদ ফজলুল করীম (রহ.)-এর বর্ণিত আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর অনুসারী, ভক্ত ও দ্বীনপাগল শুভাকাঙ্ক্ষীরা দেশের সর্বত্র প্রায় ১৪ হাজার মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। তন্মধ্যে, জুন ২০২৪ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত ৪০০৮-টি মাদরাসা অত্র বোর্ডে নিবন্ধিত।

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড অত্র মাদরাসাগুলো কওমি নেসাব অনুসরণ করে সুষ্ঠুভাবে সুনামের সাথে পরিচালনা করে আসছে।

ক্র. নং	শ্রেণি/মাদরাসার স্তর	নিবন্ধিত মাদরাসা সংখ্যা
১	তাকমীল (দাওরায়ে হাদিস)	৭৬ টি
২	ফযিলত (জালালাইন ও মেশকাত)	১৫৪ টি
৩	উচ্চ মাধ্যমিক (শরহে বেকায়া)	১৯৮ টি
৪	মাধ্যমিক (কাফিয়া/কুদুরী)	২৩৫ টি
৫	প্রাথমিক (কিরাআতুল কুরআন আম-খাছ)	২০৯০ টি
৬	হিফজুল কুরআন	১২৫৫ টি
	মোট	৪০০৮ টি

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ডের খেদমতসমূহ

মুআল্লিম প্রশিক্ষণ

(ক) কুরআন, হাদিস ও আরবি বিভাগ (পুরুষ ও মহিলা)

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষাবোর্ডের অধিভূক্ত মাদরাসাগুলোতে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক মুআল্লিমদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সারা বছরই দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেন্টারে পুরুষ ও মহিলাদেরকে পৃথকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে মাদরাসাসমূহের শূন্যপদে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি বছর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা শেষে গড়ে ৬০০ জন উত্তীর্ণ মুয়াল্লিমকে সনদ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ১২২৪৬ পুরুষ ও ১০৭৯ মহিলাকে মুআল্লিম প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

(খ) হিফজুল কুরআন বিভাগ

হিফজুল কুরআন মাদরাসাগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে সুবিন্যস্ত নিয়ম অনুসরণ করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা যাতে যথাযথ বিশুদ্ধতার সাথে পবিত্র কুরআন হিফজ করতে ও বিভিন্ন জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যেই এ কর্মসূচি।

(গ) জেনারেল বিভাগ

মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জেনারেল শিক্ষায় আরো যোগ্য ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে শিক্ষাদানের কলাকৌশল প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জেনারেল বিষয়ে শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ নিয়ে বর্ণিত বিষয়গুলোতে পাঠদান করেন।

মুয়াল্লিম প্রশিক্ষণ খাতে খরচের তুলনায় প্রশিক্ষণার্থী প্রদত্ত ফি আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কম হওয়ায় বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড প্রতি বছর বড় অংকের টাকা ভর্তূকি প্রদান করে।

বয়স্ক কুরআন ও ইসলামী বুনিয়াদী শিক্ষা

কুরআনভিত্তিক মাদরাসার অপ্রতুলতায় দেশের বৃহৎ একটি অংশ পবিত্র কুরআন ও দ্বীনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোর্সভিত্তিক পবিত্র কুরআন ও বুনিয়াদি দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করা হয়। বছরব্যাপী সারা দেশে এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ৩০ জন দক্ষ বয়স্ক শিক্ষক অত্র প্রকল্পে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

কিরআতুল কুরআন ছবাহী মাদরাসা

প্রতিদিন ফজরের পর স্কুল-মাদরাসাগামী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পবিত্র কুরআন পাঠদান ও বুনিয়াদি দ্বীনি শিক্ষা প্রদানের মতো কর্মসূচি পালন করছে বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড। নানা প্রতিকূলতা ও আর্থিক সংস্থানের অভাব সত্ত্বেও অত্র প্রকল্প দেশের বিভিন্ন স্থানে সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস অনুসরণে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সুলভ মূল্যে বই-কিতাব সরবরাহ করা হয়। গবেষণা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞগণ কুরআন, হাদিস, ফিকহ্সহ বাংলা, অংক, ইংরেজি ও সমসাময়িক বিষয় সম্বলিত গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডের নিজস্ব প্রিন্টিং প্রেসে সকল বই-কিতাব ছাপানো হয়। আলহামদুলিল্লাহ! অত্র বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ মানসম্মত ও সর্বমহলে সমাদৃত।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ

বছরের শুরু থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ডের অধিভূক্ত মাদরাসাগুলোতে পড়ালেখার মান যাচাই, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, শিক্ষার পরিবেশ,

মাদ্‌রাসার অবকাঠামোসহ শিক্ষকদের তদারকি ও আর্থিক অডিটের জন্য পর্যায়ক্রমে একাধিকবার পরিদর্শন করে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান করা হয়। আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা ও জবাবদিহিতার লক্ষ্যে নিরীক্ষকগণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে সফর করে বার্ষিক হিসাব পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ শেষে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এর ফলে আর্থিক দুর্নীতি রোধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - সমাজের নানা ধরণের অনৈতিক ও ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের মাত্রা অনুযায়ী প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করছে এ প্রতিষ্ঠানটি। আখেরাতে নাজাত পেতে এবং সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে জনসাধারণকে নসিহতের মাধ্যমে ইসলামী আহকাম পালনে দাঈ ইলাল্লাহ'র ভূমিকা পালন করা এ প্রতিষ্ঠানটির অগ্রাধিকারমূলক এজেন্ডা। আল্লাহ প্রদত্ত অবশ্য-পালনীয় কার্যক্রমেও পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড। এখানে কর্মরত শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যক্তিজীবনে পূর্ণরূপে তা প্রতিপালনের চেষ্টা করেন।

এস্টেট বিভাগ

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার পরে মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ফুজলুল করীম পীর সাহেব চরমোনাই (রহ.) এবং বর্তমানে মুফতী সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম পীর সাহেব চরমোনাই চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের আহবানে দ্বীনের পথে আসা অনুসারী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা নিজ নিজ এলাকায় নতুন নতুন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে জমি, ভবন ও বিভিন্ন সম্পদ দান করে থাকেন।

এ সব সম্পত্তিতে মাদরাসা স্থাপনে সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধায়নের কাজ করে বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড। আলহামদুলিল্লাহ, এ পর্যন্ত এ ধরণের সম্পত্তিতে সহস্রাধিক মাদরাসা চালু করা সম্ভব হয়েছে। তবে আর্থিক সামর্থের অভাবে দানকৃত অনেক জমিতে এখনও মাদরাসার অবকাঠামো ও কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া নির্মাণাধীন মাদরাসাসমূহে সাধ্যমতো অনুদান বরাদ্দ দেয়া হয়, চাহিদার তুলনায় যা নিতান্তই অপ্রতুল। অর্থ সংকটের কারণে বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা অসম্ভব, বিলম্বিত বা ব্যাহত হচ্ছে।

আয়ের উৎস

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড একটি অলাভজনক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। দ্বীনদার শুভাকাঙ্খীদের বিভিন্ন অনুদান ও প্রকাশনা খাত থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশই আয়ের প্রধান উৎস।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহের কয়েকটি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় দু'ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। জাগতিক বা সাধারণ শিক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষা। জাগতিক বা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করা শিক্ষার্থীরা দ্বীনের পরিচয় পাওয়া থেকে অনেক দূরে। যার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হল দখল, মাদক-সন্ত্রাস, খুন-ধর্ষণ, চাঁদাবাজী সহ নানা প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। অপরদিকে যারা দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করে তারা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার অভাব বোধ করে। এর সমাধান হিসেবে বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেখানে ইসলামী বিষয়গুলো যেমন- কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, ইসলাম শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস এবং ধর্মতত্ত্বের পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার সকল শাখার বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

- রাজধানীতে দ্বীন ও দুনিয়াবি শিক্ষার সমন্বয়ে একটি ইসলামী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন আমাদের অগ্রাধিকারমূলক পরিকল্পনা।
- প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে একটি করে দাওরা (তাকমীল) বা মাস্টার্স সমমানের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা।

- প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে ফযীলত তথা মেশকাত জামাতের একাধিক মাদরাসা স্থাপন করা।
- ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার (বর্তমানে প্রায় ৮৮ হাজার গ্রামে) কুরআনি মাদরাসা পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠা করা।
- দেশের কয়েক লাখ মসজিদ যেখানে ছবাহী মাদরাসা নেই, সেখানে ছবাহী মাদরাসা চালু করা।
- দেশের অন্তত ১০ টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একটি করে স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। মেধাভিত্তিক শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও দেশের দরিদ্র এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা।
- বয়স্ক কুরআন শিক্ষা কোর্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০ (একশত) বয়স্ক কুরআন শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া।

আমাদের আহ্বান

কুরআন শিক্ষা বোর্ডের সকল ধরণের কাজে আমাদের সাথে থাকুন। কুরআন শিক্ষার আলোকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আপনার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করুন। সকল দ্বীনদার মুসলমানদেরকে এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করুন। সমাজ থেকে শিরক, কুফর, বেদআত, অপসংস্কৃতি ও বাতিল মতবাদের মুলোৎপাটন করে ইসলামী শিক্ষা প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদার নমুনায় কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক একটি সমাজ গঠন করতে বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিই। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের কার্যক্রমকে কবুল করুন। আমীন!

যোগাযোগ

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড

- সদর দফতর : আল্লামা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ. ভবন, চরমোনাই, বরিশাল।
  মোবাইল নং: ০১৭২৭ ২০৬১৬১, ই-মেইল: bqeboard@gmail.com
- ঢাকা অফিস : জামিয়া কারীমিয়া দারুল উলূম ঢাকা, আমান সিটি মুসলিম নগর, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
  মোবাইল নং : ০১৯৮৮৯৯৫৫৩২, ০১৭৩২৭০৩৫৭১

অনুদান প্রেরণের মাধ্যম

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

- বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড
  একাউন্ট নং : ৯৯০১১৮০৩৩৫২৭২
  আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
  চরমোনাই, বরিশাল
- বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড
  একাউন্ট নং : ০১০১১২০০০৪১৩৯
  আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
  বরিশাল সদর, বরিশাল

নগদ/বিকাশ : ০১৭৬৮ ৪৩২০৫৪

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড
পরিচালনা পর্ষদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ

চেয়ারম্যান

আমীরুল মুজাহিদীন মুফতী সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম, পীর সাহেব চরমোনাই
মুহতারাম রঈস, চরমোনাই আহছানাবাদ জামিয়া রশিদিয়া ইসলামিয়া

ভাইস চেয়ারম্যান

মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী
অধ্যক্ষ, আহছানাবাদ রশিদীয়া কামিল মাদরাসা, চরমোনাই

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম, শায়খে চরমোনাই
নায়েমে আ'লা, চরমোনাই আহছানাবাদ জামিয়া রশিদিয়া ইসলামিয়া

হযরত মুফতী মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ নূরুল কারীম
সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড

নির্বাহী চেয়ারম্যান

হযরত মুফতী মাওলানা সৈয়দ এছহাক মুহাম্মাদ আবুল খায়ের
নায়েবে নায়েমে আ'লা, চরমোনাই আহছানাবাদ জামিয়া রশিদিয়া ইসলামিয়া

মহাসচিব

হযরত মাওলানা নূরুল হুদা ফয়েজী
সভাপতি, জাতীয় উলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদ

যুগ্ম-মহাসচিব

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ডিসেম্বর সেশন)

সদস্য

জনাব আলহাজ্ব খন্দকার গোলাম মাওলা
সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি

জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ শামসুদদোহা তালুকদার
উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন ও এস্টেট), বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড

জনাব মাওলানা আবদুস সাত্তার হামিদী
উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড

হযরত মাওলানা মুফতী হেমায়েতুল্লাহ কাসেমী, সদস্য
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (শা'বান সেশন) বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড

হযরত মাওলানা আবদুল কাদের
নায়েমে তালীমাত, চরমোনাই আহছানাবাদ জামিয়া রশিদীয়া ইসলামিয়া

হযরত হাফেজ মাওলানা আবদুল কুদ্দুস
ভাইস প্রিন্সিপাল, আহছানাবাদ রশিদীয়া কামিল মাদরাসা, চরমোনাই
সচিব, মুহতারাম রঈস, চরমোনাই আহছানাবাদ জামিয়া রশিদিয়া ইসলামিয়া

জনাব মুহাম্মাদ গিয়াস উদ্দিন
জয়েন্ট সেক্রেটারি, বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া হামিদী
সহকারী অধ্যাপক, আহছানাবাদ রশিদিয়া কামিল মাদরাসা, চরমোনাই
সচিব, নায়েমে আলা, চরমোনাই আহছানাবাদ জামিয়া রশিদিয়া ইসলামিয়া

هيئة تعليم القرآن بنغلاديش

বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ড

BANGLADESH QURAN EDUCATION BOARD

বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি কর্তৃক পরিচালিত